সংবাদ

তারিখ ... 10 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বাংলাদেশের নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে

নারীদের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে বলা যায়, বাংলাদেশ এখনো দুটি পর্যায়ের মাঝে আটকে আছে– পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থাটি কাজ করছে না, আর নতুন কোন শিক্ষাব্যবস্থা এখনো তৈরি করা হয়নি। সরকার সব পর্যায়ে নারীদের উৎসাহ জোগানোর চেষ্টা করলেও, নানা বাধার কারণে তাদের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে পারছেন না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, 'যেসব নারী তাদের চাহিদার বিষয়ে পরিষ্কার, যাদের লক্ষ্য স্থির, যারা একটি উন্নত ভবিষ্যৎ ও সুন্দর পারিবারিক জীবনের পরিকল্পনা করে সেসব নারীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং সব ধরনের ভূমিকা পালনের বেলায় আমরা উৎসাহ জোগাতে চাই, কিন্তু পরিস্থিতিগত বাধা সবসময় তাদের পথ আটকে দাঁড়ায়।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, 'অতীতে পরিবার অথবা কর্মজীবন যে কোন একটি বেছে নিতে হবে– এমন এক ধরনের সংশয়ে পড়তে হতো নারীদের। কিন্তু এখন আর সে ধরনের সংশয় নেই। এখন তারা স্বপ্ন দেখতে চায়। কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে যৌন হয়রানি, বৈষম্য এবং অসহযোগিতাসহ বেশ কিছু সামাজিক বাধার কারণে তারা সেটা করতে পারেন না।

কলামিস্ট আলি জাকের ডেইলি স্টারের ৪ নভেম্বর সংখ্যা নারী স্বাধীনতা বিষয়ে লেখা কলামে বলেছেন, 'বাস্তবে একটি সমাজ তখনই মুক্ত হয় যখন সেখানকার মানুষগুলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে অশিক্ষা ও পশ্চাৎপদতা থেকে বেরিয়ে আসে।' দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সে ধরনের সন্তোষজনক ফল আসেনি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীভূত হতে গেলেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই পার্থক্য খুবই প্রকট।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৮ দশমিক ৯০ শতাংশ নারী, যাদের প্রায় ৮৬ শতাংশ পল্লী এলাকায় বাস করে এবং দেশের ৩০ শতাংশ স্বাক্ষর পুরুষ জনগোষ্ঠীর বিপরীতে নারী জনগোষ্ঠীর স্বাক্ষরতার হার ১৬ শতাংশ (ইসলাম ও সুলতানা ২০০৬:৫৭)।

শতাব্দি ধরে চলে আসা বৈষম্য

দুই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে পুরুষশাসিত এই সমাজে নারীরা দীর্ঘকাল সহিংসতা এবং নির্যাতন সহ্য করে আসছে। বেতনের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ বেশি বেতন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী পদে যাওয়ার তুলনামূলক বেশি সুযোগ পাওয়া, অথবা সফল আইনজীবী বা পার্লামেন্ট সদস্য হওয়ার সুযোগ উপভোগ করছেন আপনি। এর কারণ কিন্তু আপনি অতিরিক্ত বুদ্ধিমান বলে নয় বরং আপনি পুরুষ তাই সুযোগ বেশি।

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে জাতিসংঘের চতুর্থ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে বলা হয়, আজকের মেয়ে শিশুটিই আগামী দিনের পরিণত নারী। তাই সাম্য, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্য পূরণে তার দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মেয়ে শিশুর পূর্ণ সম্ভাবনা লাভে লাগাতে, তাকে একটি সামর্থ্যপূর্ণ পরিবেশে বেড়ে উঠতে দিতে হবে, যেখানে টিকে থাকা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য তার আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হবে এবং সমান অধিকার সংরক্ষিত থাকবে।

নারী শিক্ষার গুরুত্ব

২০০৯ সালের ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের বিবৃতিতে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি-মুন বলেন, 'নারীশিক্ষায় বিনিয়োগ পরীক্ষিত ফল বয়ে আনে। নারীরা শিক্ষিত হলে তারা তুলনামূলক বেশি বেতন এবং ভালো চাকরি পায়। শিক্ষিত নারীদের সন্তান সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, তারা অতিরিক্ত সন্তান জন্ম দেন না এবং সন্তান জন্মদানেও কোন ঝুঁকি থাকে না।'

ভেতারগত সাম্য, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের মধ্যকার মূল যোগসূত্রের কারণেই দেশগুলোতে নারীশিক্ষায় বিনিয়োগ একটি লাভজনক বিনিয়োগ। কেবল অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে নয়, জনগোষ্ঠীর সব সদস্যকে শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। বিদ্যালয় এবং কর্মীবাহিনী থেকে নারীদের প্রক্রিয়াগত কারণে বাদ পড়ার মানে স্বল্পশিক্ষিত শ্রমশক্তি, অপর্যাপ্ত শ্রম বণ্টন, উৎপাদনে ঘাটতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া। বিভিন্ন দেশের তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে যেখানে জেন্ডার সাম্য ভালো সেসব দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার উচ্চ।

নারীশিক্ষার উপকারিতা শুধু ৫০ শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বেশি হলে আনুষ্ঠানিক শ্রম বাজারে তাদের অংশগ্রহণ বেশি হয়, আয় বাড়ে, সন্তান সংখ্যা সীমিত থাকে এবং সন্তানদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা সুবিধা বাড়ে। আর এসবের মধ্যদিয়ে সব ব্যক্তি এবং পরিবারের উন্নতি নিশ্চিত হয়, দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি এসব সুবিধা পরের প্রজন্মের মাধ্যমে এগিয়ে চলে যা পুরো সম্প্রদায়ের ভালো থাকা নিশ্চিত করে।

নারীশিক্ষার বাধাসমূহ

২০০৭ সালে ইউনিসেফের ওয়েবসাইটে একটি প্রবন্ধে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বাধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে–

* পরিবারে দারিদ্র্য
* শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে দুর্বল আইনি কাঠামো
* শুরুতেই সমান সুযোগের অভাব
* স্কুলগামী মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়
* শিশুদের জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক না থাকা

এগুলো সবই খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ; কিন্তু বেশিরভাগই ব্যষ্টিক এবং অগ্রাহ্য করার মতো নয়। কট্টর নারীবাদী এবং সমালোচক সমাজ তাত্ত্বিকেরা অবশ্য ছেলে এবং মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের আরও গভীরে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। তাদের এই অনুসন্ধানের পরিধি পরিবার, বিদ্যালয় বা গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র পরিসর থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা জেলা শিক্ষা দফতর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল গণ্ডির মধ্যে তারা মেয়েদের শিক্ষার মূল বাধাগুলো খোঁজার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশে নারীদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণ করতে না পারার অন্যতম একটি কারণ বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক সাম্যের বিষয়টি উপেক্ষা করা। যৌন হয়রানির ঘটনা–যা ইভটিজিং নামেও পরিচিত, মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের পথে একটি বড় বাধা।

নানা ধরনের সংস্কারের কারণে মানুষের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার মানসিকতা খুবই শক্তিশালী এবং ক্ষতিকর সামাজিক রীতি। এ ধরনের সামাজিক রীতিও বাধা তৈরি করে। তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কম থাকায় কর্মক্ষেত্রে যে ধরনের আইটি ও ব্যবসায়িক জ্ঞান দরকার হয় তা তারা অর্জন করতে পারে না– এটিও একটি বাধা হিসেবে কাজ করে। আর এসব অন্তর্নিহিত কারণের জন্য বাংলাদেশে নারীরা এ পর্যন্ত তাদের জন্য সংরক্ষিত গেজেটভুক্ত চাকরির ১০ শতাংশ এবং নন-গেজেট চাকরির ১৫ শতাংশ কোটা পূরণ করতে পারেনি।

বিয়ে ও পরিবার

বাংলাদেশিরা তাদের পরিবারকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। বিয়ের পর, মেয়েরা তাদের শ্বশুরবাড়ি যেতে বাধ্য এবং সেখানে ওই পরিবারের সদস্যদের দেখভাল করতে হয় তাদের। মুসলিম পরিবারে এমনটি বেশি ঘটে কারণ মুসলমানদের বিশ্বাস হচ্ছে ব্যক্তির চাহিদার চেয়ে পরিবারের চাহিদা অগ্রাধিকারযোগ্য।

একুশ বছর বয়সী কর্মজীবী এক নারী বলেন, 'আমার বন্ধু স্বামীর সঙ্গে নিজের চাকরি নিয়ে কথা বলি এবং সে বলে এতে সমস্যা নেই এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে উপেক্ষা করছি না এবং স্ত্রী হিসেবে আমার সব দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত চাকরিতে বাধা নেই। সে আমাকে বলেছে, আমাকে তার পরিবারের সঙ্গে থাকতে হবে। আমার মনে হয়েছে, এটা কঠিন কারণ প্রথমে আমাকে নতুনভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে হবে এবং নতুন বাড়িতে, নতুন মানুষের সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে হবে।' (চলবে)